দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 DEC 2008
পৃষ্ঠা ৬ ... ৪

ইনকিলাব : রাজধানীর ভিকারুন নেছা নূন স্কুল এন্ড কলেজের অভিভাবকবৃন্দ গতকাল ভর্তি ফি ও বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেন

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে বেতন বৃদ্ধি নিয়ে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

বেতনভাড়া বাড়ানো হয়নি : প্রিন্সিপাল

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্রীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে অভিভাবকরা গতকাল (রোববার) প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপালের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় প্রতিষ্ঠানের ৫ নম্বর গেটের ভেতর পুলিশের সাথে অভিভাবকদের হাতাহাতি হয়। এক পর্যায়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল ও ম্যানেজিং কমিটির প্রতিনিধিগণ অভিভাবকদের নিয়ে প্রতিষ্ঠানের হলরুমে বৈঠক করে তাদের এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করেন। প্রিন্সিপাল অধ্যাপক রোকেয়া আক্তার বেগম ইনকিলাব প্রতিনিধিকে বলেন, কোন ক্লাসের ছাত্রীদের বেতন-ভাতাদি বাড়ানো হয়নি। পূর্বে যা ছিল বর্তমানেও তা আছে। এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত হলে ছাত্রীদের চিঠি বা নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে জানানো হতো। শনিবার প্রতিষ্ঠানের অর্থ কমিটির মিটিংয়েও বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধির ব্যাপারে কোন কথাই হয়নি। এটা স্রেফ অপপ্রচার। প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্য কোন মহল এ ধরনের উস্কানিমূলক অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অভিভাবক বলেন, শুনেছি ২০০৭ সালের তুলনায় এবার শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি বাড়ানো হয়েছে তিনগুণ এবং বেতন বাড়ানো হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। অন্য একজন অভিভাবক বলেন, ২০০৭ সালে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একজন ছাত্রীর ভর্তি বাবদ খরচ হয়েছে সাড়ে ৪ হাজার টাকা এবং মাসিক বেতন দিতে হয়েছে ৩৭' টাকা। অথচ এবার ভর্তি ফি নির্ধারণ করা হয়েছে প্রায় ১৩ হাজার টাকা এবং মাসিক বেতন ৭৭' টাকা। জানা যায়, স্কুলের প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল গতকাল সকালে প্রকাশ করার কথা ছিল। যে কারণে অনেক অভিভাবক স্কুল প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছিলেন। কারো কারো ইঙ্গিতে হঠাৎ অভিভাবকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পরে সবকিছু জানার পর অভিভাবকরা শান্ত হয়ে বাসায় ফিরেন। অভিভাবকদের বিক্ষোভের কারণে স্কুলের প্রাইমারী ও মাধ্যমিক শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফল বিকেল ৪টায় প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে গত ১ এপ্রিল এক প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, সরকার থেকে বেতনভাতা পাওয়া (এমপিওভুক্ত) বেসরকারী স্কুল-কলেজগুলো শিক্ষার্থী ভর্তির সময় সব ধরনের ফি মিলিয়ে পাঁচ হাজার টাকার বেশি নিতে পারবে না। কোন প্রতিষ্ঠান ভর্তির সময় উন্নয়ন ফি, সেশন ফি ও অন্য খাতের নামে অর্থ নিলেও সাকুল্যে তা পাঁচ হাজার ছাড়াতে পারবে না।